যুগান্তর

তারিখ 4 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আমিনীর দাবি সাবেক মোতাওয়াল্লি এর পেছনে

বড়কাটারা মাদ্রাসা আমিনীর হাত থেকে উদ্ধারে এলাকাবাসীর মানববন্ধন

যুগান্তর রিপোর্ট

বড় কাটারা মাদ্রাসার মোতাওয়াল্লি এবং ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেছেন, সাবেক মোতাওয়াল্লি মাওলানা রশিদ আহমদের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ডের কারণে বড় কাটারা দারুল উলুম মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এর জের হিসেবে দেশের অন্য মাদ্রাসাগুলো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে। তারা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। রোববার মাদ্রাসা কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি মাদ্রাসার সমস্যা সমাধানে স্থানীয় সাংসদ ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনের হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেছেন, তিনি যে সমাধান দেবেন তা তারা মেনে নেবেন। অপরদিকে অবৈধভাবে মাদ্রাসার ক্ষমতা দখল এবং অর্থ লুটপাটসহ বিভিন্ন অনিয়মের কারণে মুফতি ফজলুল হক আমিনীকে মাদ্রাসার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার দাবি করে রোববার দুপুরে মহল্লাবাসী মাদ্রাসার সামনে এক মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করে। মানববন্ধন কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সেকান্দার জিলানী, ওয়াহিদুদ্দিন, ফিরোজ, বাবু প্রমুখ। মুফতি আমিনীর অত্যাচার এবং মাদ্রাসা ছাত্রদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে মহল্লাবাসী এ বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল থেকে 'আমিনীর কালো হাত ভেঙে দাও— গুঁড়িয়ে দাও' স্লোগান দেয়া হয়। এ সময় মাদ্রাসা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে মিছিলকারীরা মাদ্রাসার গেটে গেলে ছাত্ররা মাদ্রাসার গেট বন্ধ করে দেয়। এ অবস্থায় আবারও হামলার আশংকা করে মুফতি আমিনী বলেন, রশিদ আহমদের হাতে এ মাদ্রাসা ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। তাহলে মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাবে এবং ছাত্ররা চলে যেতে বাধ্য হবে। মামলা এবং হামলা বন্ধ না হলে পরিস্থিতি মারাত্মক হতে পারে। সংবাদ সম্মেলন শেষে মুফতি আমিনী তার নেতৃবৃন্দসহ মাদ্রাসার ভেতরে অবস্থান করছিলেন। তখন শুরু হয় মহল্লাবাসীর মানববন্ধন কর্মসূচি এবং বিক্ষোভ মিছিল। মহল্লাবাসী জানান, মাদ্রাসা ছাত্রদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে তারা চলাফেরা করতে পারেন না এবং তাদের দোকানপাট খুলতে পারছেন না। এটি একটি ক্বারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং সেখানে ক্বারি অনুশীলনী রয়েছে। তারা সরকারের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এ পরিস্থিতির অবসানের দাবি জানান। এ সময় পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকার বিভিন্ন অলিগলিতে পুলিশ মোতায়েন ছিল।

সংবাদ সম্মেলনে মুফতি ফজলুল হক আমিনী অভিযোগ করেন, সাবেক মোতাওয়াল্লি মাওলানা রশিদ আহমদের নেতৃত্বে মাদ্রাসার দখল নেয়ার জন্য শুক্রবার রাতে ৩ থেকে ৪শ' লোক নিয়ে মাদ্রাসার ওপর হামলা করে। হামলায় মাদ্রাসার অন্তত ৫০ জন ছাত্র আহত হয়। এদের মধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় মোসাদ্দির আহমেদ এবং রায়হান আহমদ নামের দু'জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মাওলানা রশিদ আহমদ আওয়ামী লীগ নেতাদের ভুল বুঝিয়ে এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মাদ্রাসা দখল করতে চায় বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি জানান, এ ব্যাপারে স্থানীয় সাংসদের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। বিষয়টি মীমাংসা করে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তিনি সাংবাদিকদের জানান, শুক্রবারের হামলা নিয়ে প্রশাসন ও লালবাগ থানা তাদের সহায়তা করছে না। সেকান্দার জিলানী মাদ্রাসার দুটি দোকান দখল করেছে এবং কোনরকম ভাড়া দেয় না। আমিনী জানান, জনগণের সাহায্য থেকে ১ লাখ টাকা এবং দোকানের ভাড়া থেকে প্রাপ্ত দেড় লাখ টাকায় ছাত্রদের খরচ চালানো হয়। ৬০ বিঘা জমির ওপর বড় কাটারা কওমি মাদ্রাসা অবস্থিত। এটি ওয়াকফ সম্পত্তি।